সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ চাকলা

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের
সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় :
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
(পিকেএসএফ)

বাস্তবায়নে :
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
–এনডিপি

সম্পাদনা পরিষদ
প্রণয়নে:
ড. এবিএম সাজ্জাদ হোসেন
পরিচালক (পিএমআরএন্ডই), এনডিপি

মোল্লা আব্দুল্লাহ আল মেহদী
ব্যবস্থাপক (রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন), এনডিপি

প্রকাশনায়:
রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টশন বিভাগ
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

প্রকাশকালঃ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

সার্বিক সহযোগিতায়:
মোঃ রফিকুল ইসলমাম, সহকারি পরিচালক (উন্নয়ন), এনডিপি
চিন্ময় রায়, সমন্বয়কারি (এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচি), চাকলা, বেড়া, পাবনা

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়:
সমৃদ্ধি কর্মসূচি
প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

মূখবন্ধ ও বাণী	৫-৮
কর্মসূচি পরিচিতি	৯-১০
সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল ও চলমান কার্যক্রম সমূহ	১১-১২
স্বাস্থ্য সেবা	১৩
উঠান বৈঠক	১৪
ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক	১৫
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১৬
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১৭
কৃমি মুক্তকরণ কার্যক্রম	১৮
চোখের ছানি অপারেশন	১৯
রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা	২০
কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম	২১-২৩
শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম	২৪-২৫
সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	২৬
ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি	২৭
ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি	২৮
আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড	২৯
নিরাপদ সবজি চাষ	৩০
মোছাঃ শিলা খাতুন (৩০) এর সফলতার গল্প	৩১
উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন	৩২
ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষ	৩৩
মোঃ শাহানুর আলীর বদলে যাওয়ার গল্প	৩৪-৩৫
সমৃদ্ধ বাড়ি	৩৬-৩৭
বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম	৩৮
বসত বাড়িতে সবজি চাষ	৩৯
ভার্মি/কেঁচো সার	৪০
সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম	৪১
ঋণ কার্যক্রম	৪২-৪৩
উন্নয়নে যুব সমাজ	৪৪
বেড়া উপজেলার খাকছাড়া ও দমদমা গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম ঘোষণা	৪৫
সমৃদ্ধি কর্মসূচির বায়োগ্যাস কার্যক্রম আমার জীবনকে সহজ করে দিল	৪৬
মোছাঃ হাজরা খাতুনের নতুন জীবনের গল্প	৪৭

মুখবন্ধ

পরম করুনাময় আল্লাহর রহমতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র বুকলেট প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচি'র আগষ্ট ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্জিত সফলতা ও দরিদ্র পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে মূলত: প্রকাশনাটি প্রকাশিত হল।

এনডিপি ও পিকেএসএফ একসাথে ১ যুগ পার করছে। দীর্ঘ এই পথ চলায় পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। দরিদ্র পরিবারসমূহকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বের করে নিয়ে আসতে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি সমৃদ্ধির মত সমন্বিত কর্মসূচি একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মসূচিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে ।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা। কর্মসূচিটি তাই লক্ষ্যিত দরিদ্র পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নে সম্পদের সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিভিন্ন আইজিএ প্রশিক্ষন ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কমিউনিটির উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম কাজ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন থেকে কর্মসূচি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় ও ইউনিয়নের সকল শ্রেণীর জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারায় এর সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ বহুমাত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। একবার প্রয়োগের কৌশল শিখিয়ে দিলেই অভাবনীয় ফলাফল অর্জন সম্ভব। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে তা প্রমাণ হয়েছে। এমন একটি সফল কর্মসূচি গ্রহণ করায় আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যার'কে। তার সঠিক ও সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় কর্মসূচিটি উন্নয়নের একটি মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

আশা করি এই সমৃদ্ধি কর্মসূচিই লক্ষ্যিত দরিদ্র পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় সমৃদ্ধ করে তুলবে।

(মোঃ আলাউদ্দিন খান)
নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি

বাণী

সমৃদ্ধি কর্মসূচি নিয়ে এনডিপি বুকলেট প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করেছে। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি সময়ের চাহিদা। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় প্রতিনিধি ও কমিউনিটির সাথে সমন্বয় রেখে কর্মসূচিটি সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর, কালভার্ট, মসজিদ-মাদ্রাসা-বিদ্যালয়ের জন্য অগভীর নলকুপ ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন, নদীর এপার-ওপার পারাপারের জন্য বাশের সাঁকো ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে যা চোখে পড়ার মতো।

চাকলা ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। শিক্ষার হার ও সামাজিক সচেতনতাও কম। কর্মসূচি'টি বাস্তবায়নের ফলে বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারগুলো নতুন নতুন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের আয় বেড়েছে। এলাকার উদ্যোমী সদস্য (ভিক্ষুক) আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করছেন। এ ধরনের ঘটনা অন্য ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে উৎসাহিত করছে।

এলাকায় ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি যুব নারী ও পুরুষ দল গঠন করে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন প্রদান করায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং ইত্যাদি বেশ কমেছে। দরিদ্র পরিবারগুলোর প্রাক-প্রাথমিক পড়ুয়া সন্তানদের শিক্ষা ভিত্তি মজবুত করতে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যা পড়ানো হয় তা শিখিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শিশুদের ঝরেপড়ার হার অনেক কমেছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর, কিশোরী, গর্ভবতী, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারগুলো স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষনের পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ পাওয়ায় তারা আগের চেয়ে ভালো আছেন।

সবশেষে আমি এনডিপি ও পিকেএসএফ'কে ধন্যবাদ দিচ্ছি ও কর্মসূচির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ আব্দুল কাদের)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
বেড়া, পাবনা

বাণী

পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত এবং এনডিপি বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির মার্চ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্জিত সফলতা নিয়ে বুকলেট প্রকাশ করায় আমি অত্যন্ত খুশি। ২০১৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এনডিপি সফলতার সাথে কাজ করে চলেছে। কর্মসূচিটি সরকারি অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় সচেতন সমাজ ও ব্যক্তির সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি এবং এই ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি নিয়ে একটি সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। চাকলা ইউনিয়নের লক্ষ্যিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে সমৃদ্ধি কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কর্মসূচি'টি সাধারণ দরিদ্র পরিবারগুলোকে নতুন নতুন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারায় তাদের আয় আগের তুলনায় বেড়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কমিউনিটি'র উন্নয়নেও কাজ করছে। এলাকায় নির্মিত সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর, কালভার্ট, বাঁশের সাঁকো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অগভীর নলকুপ ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন, পারিবারিক পর্যায়ে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ইত্যাদি যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে রোল মডেল হিসাবে কাজ করছে।

চাকলা ইউনিয়নের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা তুলনামূলক কম। তাই কর্মসূচিটি এলাকার ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি এবং যুব নারী ও যুব পুরুষদেরকে নিয়ে বিভিন্ন দল গঠন করে তাদেরকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিভিং, মাদক ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন প্রদান করছে। ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকগুলোর মধ্যে উল্লেখিত বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য কর্মসূচিটি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় এলাকার দরিদ্র পরিবারের প্রাক-প্রাথমিক পড়ুয়া সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়ার হার অনেক কমেছে এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোরীসহ সকল শ্রেণীর জনগণ তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগের চেয়ে সচেতন হয়েছে।

আমি এই কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ ফারুক হোসেন)
চেয়ারম্যান, ৪ নং চাকলা ইউনিয়ন
বেড়া, পাবনা

বাণী

চাকলা ইউনিয়নে এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচি পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযেগিতায় ২০১৩ খ্রিঃ হতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তারমধ্যে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগসহ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করায় এলাকার স্বাস্থ্য খাতের বেশ উন্নয়ন হয়েছে।

সময়ের দাবি অনুযায়ী সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবার, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। কর্মসূচির ৮জন স্বাস্থ্য সেবিকা প্রতিদিন খানা পরিদর্শন করে পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত করেন এবং চিকিৎসা প্রয়োজন হলে কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে রোগীদের রেফার করে থাকেন।

নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শক গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের সেবা, প্রসব পরিকল্পনা, প্রসব পরবর্তী মা ও নবজাতকের যত্ন, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি, কিশোরী, মা ও শিশুর টিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান করেন। শিশু ও কিশোরীদের সাধারণ বিষয়েও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার প্রায় শুন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। অন্যদিকে ১০০ জন দরিদ্র নারী ও পুরুষের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করায় তারা এখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। চাকলা ইউনিয়নের শতভাগ পরিবারে কৃমিনাশক ট্যাবলেট সেবন করানোর ফলে কৃমিজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গিয়েছে। কিশোরীরা বয়ঃসন্ধি বিষয়ে ও সেই সময়ে করণীয় সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

কর্মসূচিটি স্বাস্থ্য সেবার ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি। এরকম একটি কর্মসূচি সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

(মোঃ আইয়ুব আলী)
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

১ জানুয়ারী ১৯৯২ সাল থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য এনডিপি বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তৃণমূলের দরিদ্র, নিরক্ষর, ভূমিহীন, শিশু ও নারী এবং পুরুষ যেন নিজেরাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে এনডিপি কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতায় ২০০৫ সালের আগষ্ট মাস থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে এনডিপি যাত্রা শুরু করে। পিকেএসএফ এর দীর্ঘ এক যুগের উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে এনডিপি সফলতার সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন সময়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক উদ্ভাবিত নানামূখী নতুন নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে নিম্ন আয়ের/দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুনভাবে আশার আলো সঞ্চার হয়েছে। পল্লী কর্ম-

সহায়ক ফাউণ্ডেশন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে "লাভের জন্য নয়" প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে যাত্রা শুরু করে।

পিকেএসএফ মনে করে, শুধু ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাসহ জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি। আর এই সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ'র বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রদত্ত ধ্যান-ধারণা ও মৌলিক কাঠামোর ভিত্তিতে ২০১০ সাল থেকে "Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty (ENRICH)" সমৃদ্ধি নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি'র মধ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি অন্যতম।

পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়ন একটি দারিদ্র্য পীড়িত ও অবহেলিত এলাকা। বন্যা, সামাজিক কুসংস্কার (বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক ইত্যাদি), ভগ্নস্বাস্থ্য ও নিরক্ষরতা ইত্যাদি এলাকার প্রধান সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নয়ন সহযোগি ও ঋণ প্রদানকারি সংস্থা না থাকার কারনে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত এলাকায় কাংক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। একটা সময় ছিল যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন অবকাঠামো ছিল না, ছিল না কোন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। দরিদ্র পরিবারগুলো অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারনে স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতন ছিল না।

পিকেএসএফ এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিশ্বাস করেন, এই পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন সম্ভব। তাই পিকেএসএফ পরিচালিত "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চাকলা ইউনিয়নকে নির্বাচন হয় এবং ২০১৩ সালের আগষ্ট মাস থেকে এনডিপি সমৃদ্ধি (ENRICH) কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন শুরু করে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল ও চলমান কার্যক্রম সমূহ

সমৃদ্ধি'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য পৃথক নীতিমালা রয়েছে। কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে পিকেএসএফ, এনডিপি, অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা মেনে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। পিকেএসএফ কর্মসূচির সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এনডিপির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকান্ডের নিবিড় তদারকি করে। তাছাড়া পিকেএসএফ সহযোগি সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে আলোচনা করে বিভিন্ন সহযোগিতা করে থাকে। অন্যদিকে পরিবারভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রাখার জন্য ইউনিয়ন ছাড়াও সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র লক্ষ্য টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামগ্রিক উন্নয়ন। সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন, সরকারের অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সচেতন সমাজ ও ব্যক্তির সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করা হয়। গত ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কর্মসূচি শুরুর পূর্বে এনডিপি পিকেএসএফ প্রদত্ত প্রশ্নপত্র নিয়ে ৩,৭১৩টি খানা জরিপ করে। জরিপে প্রাপ্ত জীবন জীবিকা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য নিয়ে পবিবারগুলোর 'পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা' এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা ও সামগ্রিক তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশনের মাধ্যমে একটি সার্বিক সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে পিকেএসএফ নির্দেশিত লক্ষ্য ও কার্যক্রম অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রোগী দেখছেন ডাঃ এসএম মিলন মাহমুদ, আরএমও, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বেড়া, পাবনা।

সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা শীর্ষক প্রশিক্ষন প্রদান করেন মোছাঃ মেরিনা আকতার বানু (ট্রেনিং কনসালটেন্ট, পিকেএসএফ)

এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম থেকে লক্ষ্য অনুযায়ী বেশ কিছু সফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষ সঞ্চয়, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও উদ্যোমী সদস্য পূনর্বাসন, সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ, যুব নারী ও পুরুষ দল গঠন, কিশোরী ক্লাব গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হলোঃ

- স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি , স্যানিটেশন ও হাইজিন
- শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র
- যুব উন্নয়ন (প্রশিক্ষন ও কর্মমূখী শিক্ষা), যুব পুরুষ ও নারী কমিটি গঠন, কিশোরী ক্লাব গঠন
- বিশেষ সঞ্চয় (আর্থিক সহায়তা), প্রশিক্ষন (আয় বর্ধনমূলক)
- সৌরবিদ্যুৎ, বন্ধু চুলা, বায়োগ্যাস ও রিটেইনড হিট কুকার (HRC)
- সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ, কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন
- উদ্যোমী সদস্য (ভিক্ষুক) পূনর্বাসন
- সমৃদ্ধি বাড়ি তৈরী, বসত বাড়িতে সবজি চাষ, ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষ
- সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষন
- বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, ইত্যাদি।

দমদমা গ্রামের বীণা রানীর সবজি বাগান পরিদর্শন করছেন মোঃ মাসুম কবির, প্রোগ্রাম অফিসার(প্রশিক্ষন), পিকেএসএফ

দমদমা গ্রামের মাঝখানে ওয়াপদা নালার উপর নির্মিত কালভার্ট

স্বাস্থ্য সেবা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। এই কার্যক্রমটির মাধ্যমে ইউনিয়নের সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- উঠান বৈঠক, ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, চোখের ছানি অপারেশন, কৃমি মুক্তকরন কার্যক্রম, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, ব্যক্তিগত হাইজিন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি কর্তৃক ৩/৪ বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য বিষয়ক ডিপ্লোমাধারী ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ইউনিয়নের খানা সংখ্যা ভিত্তিক মাঠ পর্যায়ে ৮ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া আছে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ প্রতিদিন ২০টি পরিবার হিসাবে প্রতি মাসে অন্তত: ৫০০টি পরিবার পরিদর্শন করে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রায় ৮০ শতাংশ সাধারণ জনগনকে এই সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে সুস্থ্য সবল শিশুর জন্ম বাড়ার পাশাপাশি নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাও কমেছে। তাই কর্মসূচি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে সবাই স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করছে এবং নিয়মিত প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবনের ফলে রোগ-বালাই কমেছে।

তারাপুর গ্রামে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির মোঃ আবুল হোসেন (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) ও মোছাঃ আখি খাতুন (স্বাস্থ্য পরিদর্শক)

পাঁচুরিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের দৈনিক অগ্রগতি ফরম পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার (পিকেএসএফ) ও মোঃ মোসলেম উদ্দিন, উপ-পরিচালক (এনডিপি)

উঠান বৈঠক

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। কর্মএলাকার সমস্যাগুলোর মধ্যে পুষ্টি ঘাটতি ও স্বাস্থ্য প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে নারীরা গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা ও নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন। তাই এই কর্মসূচি চাকলা ইউনিয়নের সকল গ্রামের নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত মোট ৮৭১টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি উঠান বৈঠকে ২০-২৫ জন নারী ও কিশোরী উপস্থিত থাকেন। উঠান বৈঠকে উল্লেখযোগ্য আলোচনার মধ্যে রয়েছে গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সেবা, প্রসব পরবর্তী মা ও নবজাতকের যত্ন, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর নিয়ম, নবজাতকের বিপদ চিহ্ন, মা ও শিশুর টিকা, শিশুর বয়স ৬ মাস থেকে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা, শিশুর অপুষ্টিজনিত রোগের কারণসমূহ, রাতকানা প্রতিরোধ (ভিটামিন এ ক্যাপসুল), আয়োডিনজনিত সমস্যা ও প্রতিরোধ, স্যানিটেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, কৃমি, এইডস, ফাইলেরিয়া বা গোদরোগ, যক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, রেফারেল, নিরাপদ পানি, হাত ধোয়ার ডিভাইস, কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, ভাইরাসজনিত সাধারণ রোগ সমূহ ইত্যাদি। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কিশোর কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের ৯০% এর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও এলাকায় যে সব পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় তা তুলে ধরা হলঃ

উঠান বৈঠকে ফ্যাসিলিটেট করছেন কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোছাঃ নুরজাহান খাতুন

১. মানসিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত থাকছে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহন বাড়ায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করছেন।
২. পুষ্টি সম্পর্কে ভালো ধারনা তৈরি হওয়ায় পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে বাড়িতেই প্রয়োজনীয় সবজি উৎপাদন করছেন।
৩. মা ও শিশুর অপুষ্টির হার কমার ফলে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার অনেক কমেছে।
৪. নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত প্রসব এবং প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যার উপর সাধারণ ধারনা লাভ।
৫. গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহন ও এর উপকারিতা সম্পর্কে ধারনা লাভ।
৬. বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ধারনা লাভের ফলে বাল্যবিবাহ এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়।
৭. যৌতুক এর কুফল সম্পর্কে ধারনা লাভ করায় যৌতুক আদান প্রদান অনেক কমে এসেছে।

ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগীদের সেবা দিচ্ছেন কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ আবুল হোসেন

ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক

কর্ম এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকের মূল উদ্দেশ্য। প্রতিদিন দুপুর ২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত শাখা অফিস থেকে ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রমটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য অত্র ইউনিয়নের খানা জরিপ শেষে পরিবারগুলোকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হয়েছে। কার্ডধারী পরিবারের সদস্যরা মূলত: বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য সেবিকা মাঠ পর্যায়ে খানা পরিদর্শন করার সময় পরিবারের কোন ব্যক্তির অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলে তাকে রেফারেল স্লিপের মাধ্যমে ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে পাঠান। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে সরকারি ও বেসরকারি ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত চলমান ৬১১টি ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৫,৬২০ জন রোগীকে সাধারণ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এই কার্যক্রমের মাধ্যমে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত শিশু ও বৃদ্ধদের নেবুলাইজ দুর্ঘটনা জনিত রোগীদের জন্য ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং, সবার জন্য রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের চেকআপ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। চাকলা ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ ষ্ট্যাটিক ক্লিনিককে তাদের নিজস্ব চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ১৫৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে ৪,৮৬৩ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন। বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান ডাক্তারসহ অনান্য ডাক্তারগণ স্যাটেলাইট ক্লিনিকে উপস্থিত থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের মাধ্যমেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ফলে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে অত্র ইউনিয়নের জনসাধারণ সহজেই চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারছেন। অথচ এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পূর্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা গ্রহন করতে হলে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহর ছাড়া সম্ভব হত না। বর্তমানে কর্মসূচি থেকে স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার ফলে সাধারণ রোগসহ বেশকিছু জটিল রোগের চিকিৎসা এখান থেকেই হচ্ছে। অতি জরুরি ছাড়া তাদেরকে জেলা বা বিভাগীয় শহরে যেতে হচ্ছে না। উল্লেখ্য প্রতি ৩ মাস অন্তর স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান

স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে রোগী দেখছেন ডাঃ মোঃ আইয়ুব হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, বেড়া, পাবনা

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ মোঃ আইয়ুব হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, বেড়া, পাবনা এবং উপস্থিত আছেন চাকলা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক হোসেন।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবার অনেকগুলো কম্পোনেন্টের মধ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে শনাক্তকারি জটিল ও কঠিন রোগীদের এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ৩ মাস পর পর ৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে গরীব ও দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ১৩টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ২,২৯৯ জন রোগী সেবা গ্রহন করেছেন। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র ইউনিয়নের রোগীরা সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারতেন না এমন রোগীদের মধ্যে কমপক্ষে ৫% সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। অন্যদিকে টাকার অভাবে কমপক্ষে আরও ৫% রোগী আছে যারা স্থানীয়ভাবে কবিরাজ বা গ্রাম্য চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করাতেন তারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হয়েছেন। এছাড়াও আরও অন্তত: ১০% রোগী যারা শহরে বা জেলা সদরে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতেন তারাও এখান থেকে সেবা নিয়ে সুস্থ আছেন।

কৃমির ট্যাবলেট বিতরণ করছেন মোঃ আব্দুল কাদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বেড়া, পাবনা এবং চাকলা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক হোসেন

কৃমি মুক্তকরণ কার্যক্রম

কৃমি পরজীবি প্রাণী। মানুষের শরীর থেকে কৃমি পুষ্টি শোষণ করে বেঁচে থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট শিশু মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভোগে ও ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এজন্য দরিদ্র অসচেতন মানুষের কথা বিবেচনা করে কৃমি মুক্তকরণ কার্যক্রম সমৃদ্ধি কর্মসূচি'তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কৃমি মুক্তকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে চাকলা ইউনিয়নের সকল গ্রামে কৃমিজনিত রোগ নির্মূল করা ও শিশু এবং নারীর অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য কৃমি নাশক ট্যাবলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ২০১৩ সাল হতে ৬ মাস পর পর এ পর্যন্ত মোট ৫০,৭৫০টি ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচির কর্মীগণ ৫ বছরের নিচের শিশু, গর্ভবতী ও প্রসুতি মা এবং জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের একসাথে সেবন নিশ্চিত করেছেন। ফলাফল স্বরুপ অত্র ইউনিয়নের কৃমিজনিত পুষ্টিহীনতা কমে এসেছে এবং প্রায় ৮০% পরিবারের সদস্য এখন কৃমিমুক্ত।

বেড়া বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে কর্মসূচি কর্তৃক বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন শেষে একসাথে কয়েকজন

চোখের ছানি অপারেশন

দৃষ্টিশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির নিকট পৃথিবী অচেনা। আমাদের সমাজে অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তি রয়েছেন যারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে দৃষ্টিশক্তি হরিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করা হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য চাকলা ইউনিয়েনের দৃষ্টিশক্তি হারানো ও কমে যাওয়া অসহায়, দরিদ্র, অতিদরিদ্র, মহিলা প্রধান পরিবার, বিধবা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। অত্র কর্মসূচি'র আওতায় আদ্-দ্বীন ভ্রাম্যমান চক্ষু হাসপাতাল ও বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনসহ কৃত্রিম লেন্স সংযোজন, ঔষধ এবং চশমা বিতরণ করা হচ্ছে। কার্যক্রমটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। অন্ধত্ব থেকে এসব অসহায় বৃদ্ধ, হত দরিদ্র রোগী ফিরে পায় তাদের চোখের আলো, শুরু করে নতুন জীবন। তারা এখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। পরিবার পরিজনের কাছে আজ আর তারা বোঝা নয়। বর্তমানে তাদের মধ্যে ১২ জন বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

পাচুরিয়া সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে আয়োজিত রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করছেন এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ আবুল হোসেন এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোছাঃ নুরজাহান খাতুন

রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা

বিপদের সময় দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা করতে জানতে হবে নিজের রক্তের গ্রুপ। রক্তের গ্রুপ জানা না থাকলে যেকোন সময় ঘটে যেতে পারে মারাত্মক বিপদ। রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে প্রতিবেশি বা কাছাকাছি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দ্রুততম সময়ে রক্তের ব্যবস্থা করে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর এই কারনে গর্ভবতী নারীর জন্য রক্তের গ্রুপ জানা আবশ্যক। রক্তের গ্রুপ নির্ণয় সহজ হলেও তা নির্ণয়ের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল ও সচেতনতার অভাবে হয় না। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই কার্যক্রমটি কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত মোট ২,১৩২ জনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে মনে রাখার জন্য প্রত্যেককে একটি করে কার্ড প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমটি ব্যপক সাড়া ফেলায় এলাকার নারী-পুরুষ সকলে নিজ তাগিদে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কাছ থেকে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার তারিখ জেনে নিচ্ছেন। কার্যক্রমটির মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের সকল সদস্যের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার আওতায় আনার কাজ চলছে।

কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম

এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচি চাকলা ইউনিয়নে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, গ্রাম্য জনপথে চলাচলের জন্য বাশেঁর সাঁকো, রিং-কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কমিউনিটি উন্নয়নের কাজ হিসেবে চাকলা ইউনিয়নের ৮টি গ্রামের মসজিদ, মন্দির, মক্তব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৮ টি অগভীর নলকুপ ও ৩০ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও মেরামতের কাজ এবং ১৭ টি বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। কয়েকটি কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম এর চিত্র তুলে ধরা হলো:

স্যানিটেশন কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। আর স্যানিটেশন স্বাস্থ্যের মূল। তাই কর্মএলাকার লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে স্যানিটেশন অন্যতম উল্লেখযোগ্য। কার্যক্রমটির আওতায় চাকলা ইউনিয়নের ৮টি গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এমন পরিবারগুলোতে পর্যাক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও পায়খানা ব্যবহারে সময় স্যান্ডেল ও পরে সাবান দিয়ে দুই হাত ধোয়ায় অভ্যস্ত করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে চাকলা ইউনিয়নের বেশিরভাগ পরিবার স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত করেছেন। ধীরে ধীরে এই কার্যক্রমের সুফল প্রত্যেকের কাছে পৌছে যাচ্ছে। বিগত দুই বছরের স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচি কতৃক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করা হয়েছে মোছাঃ সাহেলা খাতুন (পাচুরিয়া, চাকলা, বেড়া, পাবনা) এর বাড়ীতে

পারিবারিক পর্যায়ে স্যানিটেশন সহায়তা চিত্র

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থ বছর	সংখ্যা	বরাদ্দ (টাকা)	টাকার পরিমান
০১	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন	২০১৪-২০১৫	৯৫	২,০০০	১৯০,০০০
০২	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন	২০১৬-২০১৭	১০০	২,০০০	২০০,০০০
মোট			১৯৫	২০০০	৩৯০,০০০

কমিউনিটি পর্যায়ে স্যানিটেশন সহায়তা চিত্র

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থ বছর	সংখ্যা	কমিউনিটি অংশ (টাকা)	পিকেএসএফ অংশ (টাকা)	টাকার পরিমান
০১	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও মেরামত	২০১৩-২০১৪	২২	১৬৩,২৯৩	১৭৪,০০০	৩৩৭,২৯৩
০২	স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও মেরামত	২০১৫-২০১৬	৮	৯৮,০৯৩	৯৬,০০০	১৯৪,০৯৩
মোট			৩০	২৬১,৩৮৬	২৭০,০০০	৫৩১,৩৮৬

অগভীর নলকূপ স্থাপন ও মেরামত

চাকলা ইউনিয়ননের বিভিন্ন কমিউনিটিতে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিত করতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি অগভীর নলকুপ স্থাপন ও মেরামতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার অন্তত ২০ ভাগ সাধারণ জনগন কর্মসূচি স্থাপিত অগভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন। মার্চ ২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ২৮টি অগভীর নলকুপ স্থাপন ও মেরামত করা হয়েছে। ছকের সাহায্যে চিত্রটি তুলে ধরা হলো-

তারাপুর গ্রামের জামে মসজিদে কর্মসূচি কর্তৃক স্থাপিত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও প্রশ্রাবখানা মেরামত

অগভীর নলকূপ স্থাপন ও মেরামত চিত্র

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বছর	সংখ্যা	কমিউনিটি অংশ	পিকেএসএফ অংশ	মোট
০১	অগভীর নলকুপ স্থাপন ও মেরামত	২০১৩-২০১৪	১৯	৬৫,১২৫	১৬৫,০০০	২৩০,১২৫
০২	অগভীর নলকুপ স্থাপন ও মেরামত	২০১৫-২০১৬	৯	৯,৭৫০	৮১,০০০	৯০,৭৫০
মোট			২৮	৭৪,৮৭৫	২৪৬,০০০	৩২০,৮৭৫

জামে মসজিদ, চাকলা কর্মসূচি কতৃক স্থাপিত নলকুপ

মক্তব, পাচুরিয়া কর্মসূচি কতৃক স্থাপিত নলকূপ

বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট

যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সম্পর্কের একটি বড় মাধ্যম। অথচ ছোট ছোট কয়েকটি নদী, খাল ও নালা চাকলা ইউনিয়নের পাড়া ও গ্রামগুলোকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। নদীর এপার থেকে ওপারের দুরত্ব ১০০ মিটারের বেশি নয় কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। খালের এপার ও ওপার যোগাযোগ করতে ১-২ কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয়। সরকারি বা গ্রামীন উদ্যোগে কোন বাঁশের সাঁকো, সংযোগ সেতু বা রিং কালভার্ট নির্মিত না হওয়ায় এপার-ওপার যাতায়াত করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। সমৃদ্ধি কর্মসূচি কর্তৃক ছোট উদ্যোগ পাল্টে দিয়েছে এলাকার যোগাযোগের চিত্র। কমিউনিটি এবং কর্মসূচি'র যৌথ খরচে ১৭টি বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। এই বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মাণের ফলে দুই পারের লোকজনের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক আগের চেয়ে দৃঢ় হয়েছে। কয়েকটি বাঁশের সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মাণ করায় দমদমা গ্রামের ৫০০টি পরিবারের চাকলা ও বেড়া সদরে যাওয়া-আসার জন্য কাকেশ্বর নদীর বাধা দুর হয়েছে। অন্যদিকে নদীর ধারেই একটি মসজিদ হওয়ায় অন্য পারের অন্তত: ২০০ মানুষ নামাজ আদায় করতে পারছেন। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক সহজতর হয়েছে। বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মান এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

কর্মসূচি এবং কমিউনিটির উদ্যোগে চাকলা ও দমদমা গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কাকেশ্বর নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	অর্থ বছর	সংখ্যা	কমিউনিটি অংশ	পিকেএসএফ অংশ	মোট
০১	বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মান	২০১৩-২০১৪	৭	৭৭,৪৪৭	১৪০,০০০	২১৭,৪৪৭
০২	বাশেঁর সাঁকো ও রিং কালভার্ট নির্মান	২০১৫-২০১৬	১০	৫৬,৯০২	২০০,০০০	২৫৬,৯০২
মোট			১৭	১৩৪,৩৪৯	৩৪০,০০০	৪৭৪,৩৪৯

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম শিক্ষা। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমটির প্রধান উদ্দেশ্য হল মূলধারা থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধকরণ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। তাই চাকলা ইউনিয়নে গরীব ও অভাবী হতদরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধকল্পে ২৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে কিন্তু দুর্বল ও দরিদ্র শিশুদের পাঠকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিদিন দুপর ০২:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা পর্যন্ত শিশুদের পাঠদান করানো হয়। শিশু শ্রেণি, ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন যে পাঠ হয়, সেই পাঠ শিশুদেরকে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে শিশুরা নিয়মিত স্কুলের পড়া তৈরি করতে পারছে এবং আনন্দের সাথে স্কুলে যাচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফলও আগের তুলনায় ভালো হচ্ছে। পড়ালেখার পাশাপাশি শিশুদের চিত্ত বিনোদন, চিত্রাঙ্কন, বক্তব্য, নেতৃত্বের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা প্রদান করা হয়। ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মনীষি ও গুনীজনের ছবি দেখে ও তাদের সম্পর্কে জেনে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখছে। ২৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র, অবহেলিত পরিবারের মোট ৭০০ জন ছাত্র ছাত্রী (৩৯৭ জন ছাত্রী ও ৩০৩ জন ছাত্র) পাঠগ্রহন করছে। প্রতিটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২৫-৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করে পাঠদান করানো হয়। শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠদান ও অনান্য বিষয় তত্তাবধানের জন্য প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রের পৃথক পৃথক অভিভাবক কমিটি রয়েছে। অভিভাবক কমিটি প্রতি মাসে সভা করে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় করে থাকেন। শিক্ষা কার্যক্রমে এলাকার জনগনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রতি মাসে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষাকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা ও মান-উন্নয়নের জন্য মাসিক সভায় মতামত গ্রহণ করা হয়। মূল ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চলমান রাখা ও গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসের সাথে সমন্বয় করে প্রতি বছর একবার পাঁচ দিন ব্যাপী শিক্ষিকাদের শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাস্টার ট্রেইনার এ প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করে থাকেন।

বেড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষন শেষে

পিকেএসএফ'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
বেড়া উপজেলার পাচুরিয়া গ্রামের শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন

খাকছাড়া গ্রামের শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদান করছেন
শিক্ষিকা মোছাঃ বুলবুলি খাতুন

পাচুরিয়া গ্রামের শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন পাবনা জেলার
উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারি পরিচালক জনাব মোঃ এমদাদুল হক

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর

প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সমন্বিত পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। সমন্বিত পরিকল্পনা করতে সকল অংশগ্রহণকারীর এক জায়গায় সমবেত হওয়া প্রয়োজন। পিকেএসএফ পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মধ্যে সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর তেমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। ইতিমধ্যে চাকলা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি সমৃদ্ধি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এই ঘর থেকেই মূলতঃ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি কেন্দ্রটি পরিচালনা করে থাকেন। কেন্দ্র ঘরগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন সভা, আলোচনা-সমাবেশ, শালিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ওয়ার্ড কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের পাঠদান, যুব নারী-পুরুষ দলের দ্বি-মাসিক সভা, কিশোরী ক্লাবের সাপ্তাহিক সভা, কর্মসূচি'র বিভিন্ন ধরনের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষন ইত্যাদি পরিচালিত হয়। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নে এলাকার জনসাধারনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দমদমা-খাকছাড়া গ্রামের সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর উদ্বোধন করছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, এনডিপি নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান এবং চাকলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন

বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষনের সমাপনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন চাকলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করছেন ডাঃ মোঃ হারুনুর রশিদ, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, বেড়া, পাবনা।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সাথে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পিকেএসএফ মহা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিউর রহমান এবং এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি

এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচিকে জনবান্ধব করা, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং কার্যক্রমকে টেকসই করাই ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনসম্পক্ততা বৃদ্ধি এবং তাদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য, যুব সমাজের প্রতিনিধি, সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক এর সমন্বয়ে ১১ সদস্য এই কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে মোট ৯টি "সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়েছে। প্রতি মাসে একবার সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওয়ার্ড মেম্বর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শিশু ও নারী নির্যাতন রোধকরণ, যুব উন্নয়ন (প্রশিক্ষন) ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রবীণদের জীবন যাপন, উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠ বাজারজাতকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যাভাস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কমিটির মাসিক সমন্বয় সভায় এনডিপির উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত ১৩৪টি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান, চাকলা

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি হল চাকলা ইউনিয়নের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিগুলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে সকল ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি থেকে একজন করে সদস্য, সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ৬ মাস অন্তর অনুষ্ঠিত সভায় ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির ৬ মাসের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করে থাকেন। তাছাড়া সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের অসমাপ্ত কাজ এবং পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করনীয় কাজের তালিকা তৈরি করে তার উপর একটি ষান্মাসিক পরিকল্পনা তৈরি এবং কার্যক্রম পুন:বন্টন করা হয়। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির মধ্যে সমন্বয় বাড়ায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে।

খাকছাড়া গ্রামের কৃষক মোঃ জিয়াকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে টেকনিক্যাল পরামর্শ প্রদান করছেন এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আল-আমিন।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সকল উন্নয়নের মূল। দারিদ্র্য বিমোচন বা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বি হতে আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের বিকল্প নেই। তাই সমৃদ্ধি কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বেকার যুবক ও নারীদের সম্পদ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আয়বৃদ্ধিমুলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রশিক্ষনগুলোর মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, প্রাণি পালন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ঔষধি গাছ চাষ, ভার্মি কম্পোষ্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাধারনত: পরিবারের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে আইজিএ প্রশিক্ষন এবং প্রয়োজনীয় ঋন প্রদান করা হয়। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষন পাওয়ায় প্রশিক্ষনার্থীগন প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বাস্তবায়ন করছেন। ফল তাদের গড় আয় আগের তুলনায় ৩০% বেড়েছে।

ফেরোমন ফাঁদের সাহায্যে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছেন কৃষক মোঃ রাসেল মিয়া, চাকলা, বেড়া, পাবনা।

নিরাপদ সবজি চাষ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় কৃষকদের উন্নত জাতের সবজি চাষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বিষমুক্ত নিরাপদ সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২৫ জন কৃষককে বিষমুক্ত নিরাপদ সবজি চাষের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১৫-২০ জন কৃষক তাদের সবজি উৎপাদনের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করছেন। ফলে উৎপাদিত সবজি পোকা ও বিষমুক্ত থাকছে। পদ্ধতিটি প্রাকৃতিক এবং আধুনিক হওয়ায় কৃষকরা বেশি ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি পোকার আক্রমন থেকে ফসলকে রক্ষা করতে পারছেন এবং কোন প্রকার কীটনাশক প্রয়োগ ছাড়াই উৎপাদিত সবজি ঘরে তুলছেন। এতে সবজির পুষ্টিমান ও গুনাগুন বজায় থাকছে। তাই বাজারে এই সবজির চাহিদা বেশি হওয়ায় কৃষকরা দাম বেশি পাচ্ছেন। ভোক্তাও বিষমুক্ত নিরাপদ সবজি পাচ্ছেন।

মোছাঃ শিলা খাতুন (৩০) এর সফলতার গল্প

বাবা মা গরীব হওয়ায় মোছাঃ শিলা খাতুনের অল্প বয়সেই তারাপুর গ্রামের অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক মোঃ হাফিজুর রহমানের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকেই বেকার স্বামীর ঘরে অভাব যেন নিত্য সঙ্গী। মনকে বুঝাতে থাকেন একদিন কিছু হবে। কিন্তু তা আর হয় না। এভাবে দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে ২ মেয়ে সন্তানসহ ৪ জনের সংসার হয়ে গেল। শ্বশুড়ের দেওয়া ১বিঘার মত জমি চাষ করে কোনমতে চলে তার সংসার। এদিকে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করল। স্বামীর কোন কর্ম না থাকায় দিন যত যায় স্বপ্ন তত ফিকে হতে থাকে। একসময় শিলা ভাবেন মেয়েদের আর বুঝি পড়াতে পারবেন না, সব আশা শেষ। এইসব কারনে শিলা ঘর হতে খুব বেশি বের হতেন না। এমতাবস্থায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রামে বাস্তবায়িত হতে দেখে তিনিও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ হন। শিলা সিদ্ধান্ত নেন মুদি দোকান ব্যবসার।

মোছাঃ শিলা খাতুন তার নিজ মুদি দোকানে ব্যবসা পরিচালনা করছেন

শিলার সিদ্ধান্ত আর এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচির সহযোগিতায় ২০১৫ সালের শুরুতে ২০,০০০ টাকা দিয়ে শুরু করলেন মুদি দোকান ব্যবসা। প্রথম কয়েকদিন ঠিকমত বুঝে উঠতে না পারলেও কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর প্রশিক্ষন নেন। পাল্টে যায় শিলার ভাগ্য। দ্রুত ব্যবসা লাভের মুখ দেখল। সংসারের আয় বাড়তে থাকল আর মেয়েদের পড়াশুনার খরচসহ অন্যান্য খরচের যোগান দিতে সমস্যা হচ্ছিল না। দোকানের আয় থেকে ঋণের টাকাও পরিশোধ হয়ে যায়। এরপর তিনি দোকানের জন্য ৪০,০০০ টাকা ঋণ নেন এবং যথারীতি পরিশোধ করে দেন। সর্বশেষ তিনি ব্যবসা বড় করার জন্য ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখন শিলার দোকানে ২,০০,০০০ টাকার উপর মালামাল রয়েছে। বেকার স্বামী ও নিজে মিলে দোকান পরিচালনা করেন। শিলাকে তার এই পরিবর্তন সম্পর্কে বললে তিনি বলেন "বছর দুয়েক আগেও আমি অভাবের জন্য মানুষের সামনে আসতাম না, মেয়েদের পড়াশুনার কথা মনে করে ঘরে বসে কাঁদতাম। এখন আমার মেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়। দেখতে আমার অনেক ভালো লাগে। আমার মেয়েদেরকে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় চাকুরি করাব। আমাদের মত সন্তানদের যেন ভবিষ্যতে কোন কষ্ট না হয়। তাছাড়া আমি নিজেকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যেন সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্য নারীরাও আমাকে দেখে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ব্যবসা পরিচালনা করে সফল হয়"।

চাকলা গ্রামের মোছাঃ আঞ্জু খাতুন আইজিএ ঋণ গ্রহণ করে উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন করছেন

উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন

অর্থের যোগান না থাকলে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষন কোন কিছুই ঠিকমত নিশ্চিত করা যায় না। গ্রামের বেলায় তা আরও সত্য। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠার জন্য অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে পারলে দেশের উন্নয়নে ভালো ভূমিকা করতে পারে। গ্রামে গবাদি পশুপারন তুলনামূলক সহজ। গবাদি পশু পালন গ্রামীণ অর্থনীতিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গবাদি পশু পালনের মধ্যে গাভী পালন বেশি লাভজনক। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থ এবং লাগসই প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে দরিদ্র পরিবারগুলো গাভী পালন করে লাভবান হতে পারেন না। তাই গাভী পালনকারী অংশগ্রহণকারীদের উন্নত প্রযুক্তিতে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষনের পাশাপাশি অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ঋণ বিতরণের যতগুলো খাত আছে তার মধ্যে গাভী পালন অন্যতম এবং নির্ভরযোগ্য আইজিএ। তাই কর্মসূচি থেকে গাভী পালন কার্যক্রম সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতিদিন গাভীর দুধ বিক্রয় করে যে আয় হয় তা থেকেই গরুর খাবারসহ সংসার খরচ চলে। আবার ঋণের টাকাও ধীরে ধীরে পরিশোধ হয়ে যায়। উপরোন্ত বছর শেষে যে বাছুরটি আসে তা অতিরিক্ত আয় হিসাবে সংসারে যোগ হয়। মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত মোট ৮৮ জন সদস্যকে গাভী পালনের জন্য ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার ফলে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবার গুলো আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন।

ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষ

দেশে বাসক পাতার প্রচুর চাহিদা। বাড়ির আশেপাশে, পতিত জমিতে বা পরিত্যক্ত জায়গা বা বাড়ীর ঢালে বাসক পাতা চাষ করা যায়। বাসক পাতা দিয়ে দেশীয় ঔষধ শিল্প বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি করে থাকে। চাহিদা মেটাতে ঔষধ কোম্পানীগুলো দেশের বাইরে থেকে বাসক পাতা আমদানি করে থাকে। অথচ খুব কম খরচেই এই বাসক পাতা চাষ করে অধিক লাভ করা সম্ভব। পরিবারের আয়কে স্থায়ীভাবে বাড়ানোর জন্য এনডিপি সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাধ্যমে বাসক নামক ঔষধি গাছ চাষাবাদের জন্য দরিদ্র পরিবারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন ও পরামর্শ প্রদান করছে। দেশীয় ঔষধ শিল্পে কাচামাল হিসাবে এই বাসক পাতার ব্যপক চাহিদা থাকায় কর্মসূচি এলাকায় কৃষকদেরকে বাসক পাতা উৎপাদনে ২৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কৃষকদের মাঝে ২৫,০০০টি বাসক গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উৎপাদিত কাচাঁমাল বিক্রি নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের নামকরা ঔষধ কোম্পানী স্কয়ার এর সাথে উৎপাদনকারীদের সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কৃষকদের মাঝে ব্যপক সাড়া পড়ে। বর্তমানে কৃষকরা অনাবাদি ও পতিত জমিতে বাসক পাতা চাষ করছেন। মার্চ ২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত উৎপাদিত বাসক পাতা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে ৪০ টাকা কেজি দরে ৫৩৫ কেজি পাতা ২১,৪০০ টাকা বিক্রি করেছেন এবং আরও ২৫০ কেজি পাতা শুকানোর প্রক্রিয়ায় আছে। এছাড়াও এলাকার জনগন ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মতামতের ভিত্তিতে রাস্তার ধারে বাসক চাষ শুরু করেছেন।

পতিত জমি বা রাস্তার ধারে বাসক চাষ

বাসক চাষ প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করছেন
পিকেএসএফ এর প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষন) জনাব মোঃ মাসুম কবির

মোঃ শাহানুর আলীর বদলে যাওয়ার গল্প

পাচুঁরিয়া গ্রামের মোঃ শাহানুর আলী। চোখে দেখেন না। বয়স ৫০ বছর। নিজ গ্রামের জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন। তিন ছেলেসহ মোট ৫ জনের সুখের সংসার। বড় ছেলে ভ্যান চালক। মেঝ ছেলে এবার এসএসসি পাশ করেছে। ছোট ছেলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে। ছেলেদের পড়ালেখা ও সংসারের অন্যান্য খরচ বাদে প্রতি বছর ৫০-৬০ হাজার টাকা সঞ্চয় হয়। এই আয়ের উৎস গরু মোটাতাজাকরণ, জমি লিজ ও বড় ছেলের ভ্যান চালানো। সংসারে কোন অভাব নেই।

মোঃ শাহনুর আলীর গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
(সমৃদ্ধি কর্মসূচির থেকে অনুদান ও প্রশিক্ষন গ্রহণ করার পর)

মোঃ শাহনুর আলীর ভ্যান গাড়ি

স্ত্রী তার অন্ধ স্বামীকে সুখের কথা শোনান, স্বপ্ন দেখান। স্ত্রী সন্তানসহ মোঃ শাহানুর আলী এগিয়ে যেতে চান অনেক দুর। মেঝ ও ছোট ছেলেকে পড়ালেখা করিয়ে উচ্চ শিক্ষিত করবেন। ছেলেরাও হাসিখুশি থাকে সবসময়। ধীরে ধীরে মোঃ শাহানুর আলীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হওয়ায় সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন।

উপরের ঘটনাটা খুবই স্বাভাবিক। এ নিয়ে গল্প তৈরির কি আছে? ঘটনাটা স্বাভাবিক হলেও মোঃ শাহানুর আলীর জন্য তা স্বাভাবিক ছিল না। তিনি দুই বছর আগেও পেশায় একজন ভিক্ষুক ছিলেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতেন। সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষুক বলে অবজ্ঞা করত। কোন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। আর ছেলেরাও সবার সাথে মিশতে পারত না। এমনকি মেঝ ও ছোট ছেলের পড়ালেখা প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। তাদের সকল স্বপ্নও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমন এক সময় পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত এনডিপি-সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় মোঃ শাহানুর আলীকে উদ্যোমী সদস্য হিসাবে এককালীন ১,০০,০০০ টাকা অনুদান পেয়ে ১টি গরু ক্রয়, গরুর ঘর, ঘাসের জন্য জমি লিজ নেন। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে গরু মোটাতাজাকরণের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এর ফলে ভিক্ষাবৃত্তির মত ঘৃনিত কাজ থেকে বিরত থাকেন মোঃ শাহানুর আলী। যা কর্মসূচির অন্যতম সাফল্য। মোঃ শাহানুর আলীর কাছে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন-"যখন ভিক্ষা করতাম তখন আমি মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারতাম না। কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিত না, তবু যেতাম। সবাই অবজ্ঞা করত। আর এখন আমাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়। আমার ছেলেরাও আর আগের মত অপমানিত হয় না। বর্তমানে আমি পাচুঁরিয়া গ্রামের জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন। বর্তমানে আমার একটি ষাড় গরু, একটি ভ্যান গাড়ি, জমি লিজ সহ প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ আছে। "আপনাদের আমি আমার খুশির কথা বুঝাতে পারব না"।

ভিক্ষা করছেন মোঃ শাহানুর আলী
(সমৃদ্ধি কর্মসূচির থেকে অনুদান ও প্রশিক্ষন গ্রহণ করার পূর্বে)

মোঃ শাহানুর আলীর বাড়ি পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান
জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও মহা-ব্যবস্থাপক
জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান

সমৃদ্ধ বাড়ি

পিকেএসএফ এর ধ্যান ধারনায় একটি পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে হলে বাড়ির আশে-পাশের অব্যবহৃত জায়গা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। এরকম একটি ধারনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ-ই হলো সমৃদ্ধ বাড়ি। অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে একটি বসতবাড়ির সমস্ত জায়গা সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করাই সমৃদ্ধ বাড়ির বৈশিষ্ট্য। সমৃদ্ধ বাড়িতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির জন্য সবজি, ফল, হাঁস, মুরগী, কবুতর, মাছ চাষ ইত্যাদি, কৃষি'র জন্য জৈব সার উৎপাদন, আয়ের জন্য গরু ও ছাগল পালন, মাছ চাষ, রান্নার জন্য আবর্জনা/গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাই কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকা থেকে উৎসাহিত করা হয় এবং তালিকাকে কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। তারপর এলাকাভিত্তিক উৎসাহি পরিবারকে সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৫) তার বাড়িকে একটি সমৃদ্ধ বাড়ি হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র বাস্তবায়িত বিভিন্ন আইজিএ প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজে থেকেই সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরির বাস্তবায়ন শুরু করেন। বর্তমানে তার বাড়িতে বিভিন্ন প্রকার সবজি ও ফল চাষের পাশাপাশি ছাগল, হাঁস-মুরগী, কবুতর ও গরু পালন এবং পুকুরে মাছ চাষ ইত্যাদি শুরু করেছেন। এপ্রিল মাস থেকে তিনি বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করবেন বলে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বর্তমানে তার বসতবাড়ি থেকে প্রতি মাসে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে। সমৃদ্ধ বাড়ির সৌন্দর্য্য দেখার মত। এখন তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই তাদের বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়ি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। সমৃদ্ধ বাড়ি মানে বাড়তি আয় বাড়তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ।

খাকছাড়া গ্রামের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর সমৃদ্ধ বাড়ি

সবজি চাষ

ছাগল পালন

হাঁস-মুরগী পালন

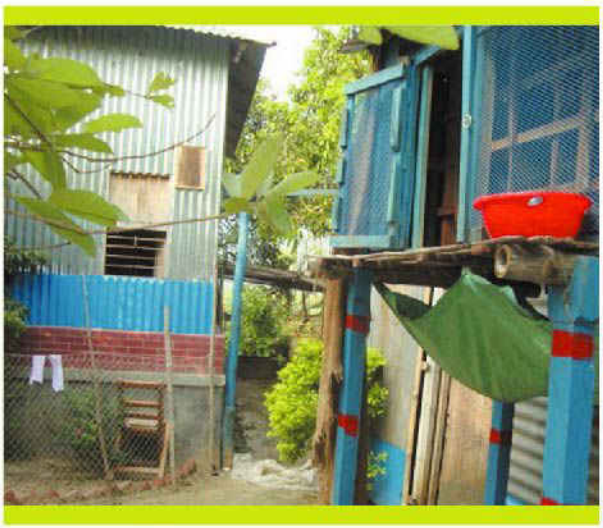

কবুতর পালন

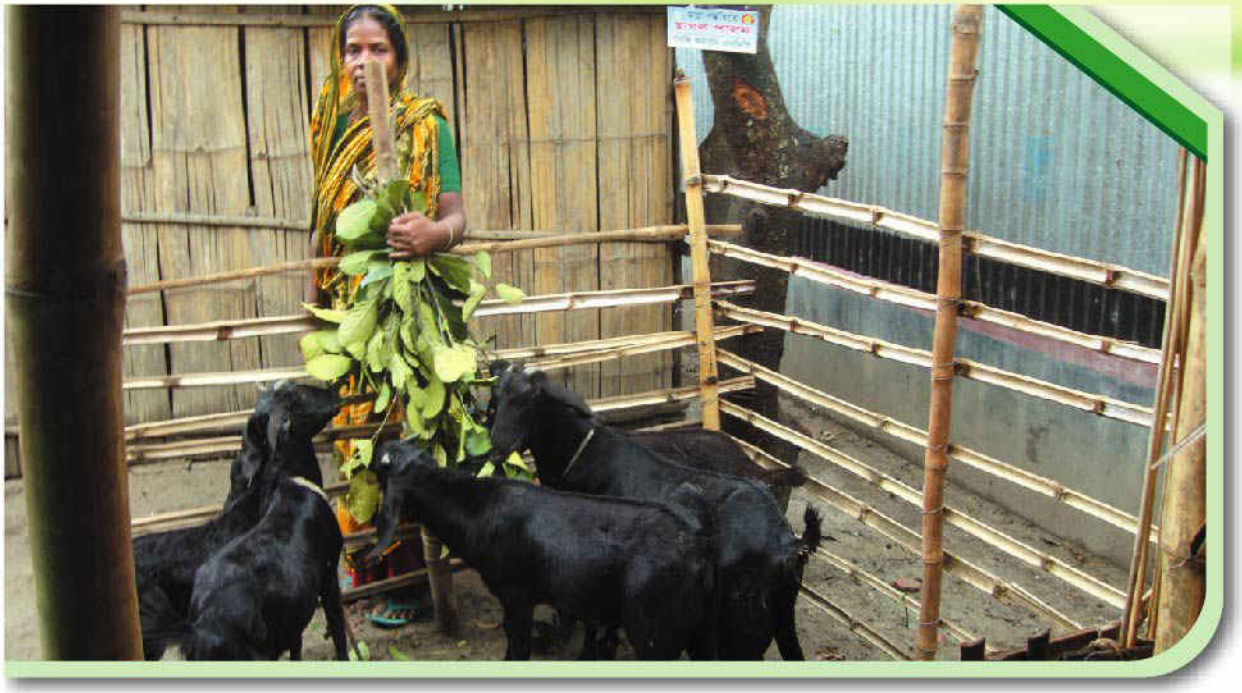

খাকছাড়া গ্রামের মোছাঃ সুফিয়া খাতুন নিজ বাড়িতে উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালন করছেন

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

সঞ্চয় বিপদের বন্ধু। সঞ্চয় মানুষকে সাহস যোগায়। সাহস মানুষকে এগিয়ে নেয়। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে ছোট ছোট সঞ্চয়ও একসময় বড় মূলধন হয়। দরিদ্র পরিবারের জন্য সঞ্চয় আরও বেশি গুরুত্বপুর্ণ। তাই দরিদ্র পরিবারগুলোকে সম্পদ সৃষ্টিতে প্রনোদনা ও সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে "সমৃদ্ধি কর্মসূচির" আওতায় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি কর্মসূচি এলাকায় বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩১টি অতি-দরিদ্র পরিবার জানুয়ারী/২০১৫ ইং হতে তাদের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৩০০-১,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যাংকে মাসিক সঞ্চয় জমা করছেন। অতি দরিদ্র, নারী প্রধান, প্রতিবন্ধী পরিবার থেকে এই বিশেষ সঞ্চয় উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। মাসিক সঞ্চয় জমা দেওয়ার প্রবনতা তৈরি হওয়ায় তাদের মধ্যে এখন অনেকেই স্বপ্ন দেখছেন নতুন একটি আইজিএ তৈরি করার এবং সেখান থেকে নিজের জীবনকে পাল্টে ফেলার। মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত ২০ জনের সঞ্চয়ের মেয়াদ ২ বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন তারা ম্যাচিং অনুদান পাওয়ার প্রক্রিয়াধীন আছেন। তারা আশা করছেন ম্যাচিং অনুদান প্রাপ্তির পর সঞ্চয়ের টাকা যোগ করে তাদের স্বপ্নের আইজিএ শুরু করবেন। এই কার্যক্রমের আওতায় কোন সঞ্চয়ী সদস্য যদি ২ বছর নির্দিষ্ট হারে একটানা মাসিক সঞ্চয় জমা করতে পারেন তাহলে কর্মসূচি নীতিমালা অনুযায়ী তাকে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা ম্যাচিং অনুদান দেওয়া হয়।

বসত বাড়িতে সবজি চাষ

পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সবজির বিকল্প নেই। তাই পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ বাড়াতে হলে বসত বাড়ির আশেপাশে সারা বছর সবজি চাষ করা প্রয়োজন। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো পুষ্টি সম্পর্কে অসচেতন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং কারিগরি জ্ঞানেও দুর্বল। তাই সমৃদ্ধি কর্মসূচি চাকলা ইউনিয়নে পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও সবজি চাষাবাদের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেকটি পরিবারকে সারা বছর সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারা বছর বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করার জন্য তিনটি মৌসুমে (রবি মৌসুম: ১৬ অক্টেবর - ২৮ ফেব্রুয়ারি, খরিপ-১ মৌসুম: ১মার্চ - ১৫ জুন এবং খরিপ-২ মৌসুম: ১৬ জুন - ১৫ অক্টোবর) ভাগ করে মৌসুম অনুযায়ী উপযোগী সবজি চাষ করার জন্য উপকারভোগীদের বীজ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচি'র আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে ৪৫০ পরিবার এবং খরিপ-১ মৌসুমে ২০০ পরিবরের মধ্যে সবজি বীজ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উপকারভোগীদের মাছে অন্যান্য বীজ, পেঁপে, পেয়ারা চারা ও লেবুর চারা বিতরণ করা হয়। বর্তমানে সমৃদ্ধি ইউনিয়নের বসত বাড়িতে আধুনিক পদ্ধতিতে জৈব সার ব্যবহার করে সবজি চাষ হচ্ছে। অত্র এলাকার প্রায় ৮০% পরিবার সবজি চাষের আওতায় এসেছে। ফলে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সদস্যদের মাঝে পেঁপে, লেবু, পেয়াঁরা এর চারা বিতরণ

খাকছাড়া গ্রামের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর বাড়িতে ভার্মি কম্পোষ্ট পরিদর্শন করছেন বেড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের দুইজন উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল মতিন ও জনাব মোছাঃ রুমা আরা খাতুন

ভার্মি/কেঁচো সার

কেঁচোকে প্রকৃতির লাঙ্গল বলা হয়। কেঁচো সার একটি পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক জৈব সার। মাটির জৈব উপাদানের পরিমান বৃদ্ধি করতে এই সার ব্যবহার করা হয়। কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব। তাছাড়া উর্বরতা বৃদ্ধিসহ এ সার মাটির ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন করে। সকল মাঠ ফসল এবং ফুল, ফল ও শাক-সবজি উৎপাদনে এই সারের কার্যকারিতা খুব ভালো। অন্যদিকে রসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমিতে যে শক্ত আবরন পরে কেঁচো সার তা ভেঙ্গে দেয়। ফলে জমির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আদ্রতা বাড়ে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চাকলা ইউনিয়নে ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের বিষয়ে বেড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে ২৫ জন কৃষককে দুই দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষন শেষে প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থীকে কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য ৩,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়। অনুদান ও প্রশিক্ষন পাওয়ায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কৃষক কেঁচো সার উৎপাদন করছেন। তাদের উৎপাদিত কেঁচো সার নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এলাকার অন্য কৃষকের কাছে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে বিক্রয় করে অতিরিক্ত আয় করছেন। যেহেতু কেঁচো সার উৎপাদনে খরচ খুব কম, জমির উর্বরতা বাড়ায় এবং ফলাফল খুব ভালো, তাই এলাকার অন্য কৃষকরাও কেঁচো সার উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন।

সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রশিক্ষণ, কমিউনিটির উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ঋণ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কার্যক্রমের মধ্যে সচেতনতামূলক সভা ও প্রশিক্ষন, পট গান, র‍্যালি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পট গানের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- বাল্যবিবাহের কুফল, নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানি, ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে কমিউনিটির সামনে উপস্থাপন করা হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ কমিনিটির সব শ্রেণির নাগরিক এই পট গানের দর্শক। পট গানের ভাব বিষয়বস্তু খুব সহজ ভাষায় উপস্থাপন করায় সবাই খুব ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে। সচেতনতামূলক সভায় কিশোর - কিশোরী অংশগ্রহণ করে। সভায় বয়ঃসন্ধি, নীতি নৈতিকতা, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নারীর প্রতি সহিংসতা, ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া এগুলো প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কেও তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন দিবস উদযাপনে সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহনে র‍্যালির মাধ্যমে এলাকাবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য কুসংস্কার অনেকাংশে কমে গিয়েছে । নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত দিচ্ছেন, স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছেন এবং পারিবারিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাকছাড়া বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সমৃদ্ধি কর্মসূচি আয়োজিত এবং হিট বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত পটগানের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

পাটুরিয়া দাখিল মাদ্রাসায় বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা শীর্ষক প্রশিক্ষনে উপস্থিত আছেন পিকেএসএফ এর মহা-ব্যবস্থাপক (সামাজিক উন্নয়ন ও এ্যাডভোকেসি) জনাব হাসনাহেনা খান, চাকলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, প্রশিক্ষক জনাব মোছাঃ মেরিনা আকতার বানু (প্রশিক্ষন কনসালটেন্ট) পিকেএসএফ

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন এলাকার কাজী, ইমাম, ওয়ার্ড কমিটি, যুব নারী ও পুরুষ দল এবং এলাকার গণ্যমান্য

ঋণ কার্যক্রম

দরিদ্র পরিবারগুলোর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা অর্থের অভাব। তাই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সহযোগি সংস্থার সহযোগীতায় দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে উপযুক্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বহুমুখীকরণের মাধ্যমে শহর এলাকায়ও কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের দরিদ্র, বিত্তহীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ সুবিধা প্রদান করার পাশাপাশি দলীয় সভায় স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়ের যত্ন, শিক্ষা, আইজিএ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কর্মসূচি চলাকালীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এর কারিগরি সহযোগিতায় আইজিএ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৫ জন উদ্যোক্তাকে ২ দিনের গরু মোটাতাজাকরণ, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন এবং ৫০ জন উদ্যোক্তাকে ১ দিনের জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ফলে দরিদ্র পরিবারের নারীরা তাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সফলভাবে বাস্তবায়ন করছেন এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও সামাজিকভাবে সক্ষমতা অর্জন করে ক্ষমতায়িত হচ্ছেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১) আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ২) জীবিকায়ন ও ৩) সম্পদ সৃষ্টি এই তিন ধরনের ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচের সারনীতে ঋণের পরিমান, ঋণ প্রকল্প, সদস্য সংখ্যা সহ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

ঋণের ধরণ	*মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বিতরণ (টাকা)*	*সর্বোচ্চ ঋনের পরিমান (টাকা)*	*সর্বনিম্ন ঋনের পরিমান (টাকা)*	*প্রকল্প/ খাত*	*সদস্য সংখ্যা*
আইজিএ (আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম)	৩৭,০৫৫,০০০	১০০,০০০	৫০,০০০	গাভী পালন	১৩১
		৮০,০০০	৪০,০০০	গরু মোটাতাজা করন	৯৫
		৬০,০০০	৩০,০০০	জমি চাষ	১৩৩
		৩০০,০০০	৫০,০০০	জমি ক্রয়	১৮৮
		২০০,০০০	৪০,০০০	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৩৫
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম (এলআইএল)	১,৪৮৩,০০০	১০,০০০	৫,০০০	টিভি, ট্র্যাংক, লেপ-তোষক, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন ইত্যাদি ক্রয়	১৭৯
সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম (এসিএল)	৬,১৫৫,০০০	২৫,০০০	১৫,০০০	জমি বন্ধক, ঘর তৈরী, গরু ক্রয়,মেশিন ক্রয় ইত্যাদি সম্পদ সৃষ্টি	৩২৯

কর্মসূচির প্রজাপতি মহিলা সমিতি পরিদর্শন করছেন
পিকেএসএফ এর সহকারি মহা-ব্যবস্থাপক(কার্যক্রম) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির

সুর্যমূখী মহিলা সমিতির সদস্যদের সাথে সাপ্তাহিক সভা

গরু মোটা তাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষনে
জনাব ডাঃ মোঃ হারুনুর রশিদ
উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, বেড়া, পাবনা।

জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষনে
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বেড়া, পাবনা।

উন্নয়নে যুব সমাজ

যুব সমাজের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সঠিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যুবকরা যতবেশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবে ততবেশি দেশের ও সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তাই যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে উপযুক্ত কর্মে উদ্যোগী করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাধ্যমে একটি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চাকলা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ১৪ থেকে ৩০ বছর বয়সের ১টি যুব নারী ও ১টি যুব পুরুষ দল গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির মাধ্যমে যুব নারী ও পুরুষ দল হতে ১৩৪ জন যুব নারী ও ১৩৬ জন যুব পুরুষ কে আত্ম উপলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এছাড়া তাদের জন্য সামজিক সচেনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বাল্যবিবাহ ও ইভটিজিং প্রতিরোধ, মাদক অনেক কমে গেছে। অন্যদিকে তাদের কারিগরি প্রশিক্ষন করায় তারা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। তাছাড়া যুব পুরুষ ও যুব নারী দল বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ফলে শারীরিকভাবে সুস্থ্য থাকছেন।

পাচুঁরিয়া ৫ নং ওয়ার্ড সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে যুব নারী দলের সভা

চাকলা ২ নং ওয়ার্ড যুব পুরুষ দলের সভা

প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারী ৮নং ওয়ার্ড যুব নারী ও পুরুষ দল

পাঁচুরিয়া ৬নং ওয়ার্ড যুব নারী ও পুরুষ দলের প্রশিক্ষনের শুভ উদ্বোধন করছেন চাকলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন

বেড়া উপজেলার খাকছাড়া ও দমদমা গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম ঘোষণা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ও অত্র এলাকার জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খাকছাড়া ও দমদমা গ্রাম আজ বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত। গত মার্চ ২০১৭ ইং তারিখে চাকলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গ্রাম দুটিকে বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম ঘোষণা করেছে। গ্রাম দুটির প্রবেশ পথে "বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম" ফলক সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন পাচুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন বেলালী, বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়েরর প্রধান শিক্ষক মোঃ মানিক হোসেন, চাকলা ইউনিয়নের ওয়ার্ড কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণ। র‍্যালি শেষে ইউপি চেয়ারম্যান আলোচনা সভায় বলেন-আমরা সবাই আজ থেকে আমাদের সন্তানদের আর বাল্যবিয়ে দেব না এবং প্রতিরোধ করব বলে শপথ নিলাম। সভায় অন্য বক্তারা বলেন, আমরা জানি বাল্যবিয়ের কুফল এবং কিভাবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করতে হয়। বক্তারা আরও বলেন, এনডিপি আজ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে। উপজেলা প্রশাসন থেকেও সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে ইউনিয়নের সকল অভিভাবক সচেতন হওয়ায় অত্র এলাকায় বাল্যবিয়ের ঘটনা ইদানিং খুব একটা ঘটছে না। এনডিপি গত ২০১৩ ইং সাল থেকে বাল্যবিবাহের কুফল ও প্রতিরোধের উপর চাকলা ইউনিয়নে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় পরিচালিত এ কর্মসূচিটি অত্র এলাকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা ও আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

র‍্যালিতে অংশগ্রহন করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, পাচুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বেলালী, বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মানিক হোসেন এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বায়োগ্যাস কার্যক্রম আমার জীবনকে সহজ করে দিল

মোছাঃ রাশিদা খাতুন, মুখে প্রানবন্ত হাসি দেখে যে কারোরই খুশি হওয়ার কথা। এই খুশির কারন জানতেই গর গর করে বলে দিলেন তার আজকের এই পরিবর্তনের কথা। আমার বাড়ি, জমি, পুকুর, গরু সবই আছে কিন্তু কি যেন নাই। যার কারনে প্রতি বছর ফসল ফলাই, পুকুরে মাছ চাষ করি কিন্তু লাভ করতে পারি না। বছর তিন আগের কথা। ২০১৪ সাল হবে। আমি সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষনে প্রথম বায়োগ্যাস প্লান্টের কথা জানতে পারি। প্রথমে আগ্রহ হলেও বুঝতে পারিনি আসলে বায়োগ্যাস প্লান্ট কি। আর কিভাবেই বা এটি স্থাপন করতে হয়। পরে এনডিপি'র মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতের উপর প্রশিক্ষন নেই। প্রশিক্ষন থেকে জানতে পারি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। তারপর আমি ৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ও নিজের কিছু টাকা দিয়ে প্লান্ট স্থাপন করি। আমার ৫/৬টি গরু থেকে যে গোবর হয় তা দিয়ে প্লান্টের মাধ্যমে বায়োগ্যাস তৈরি হচ্ছে যা দিয়ে দুটি চুলা চলছে। একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি ভাড়ায় চলে যা থেকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা আয় হচ্ছে। এছাড়া বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর স্লারীগুলো সরাসরি পুকুরের সরবরাহ করায় মাছ চাষে খরচ আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়ে বাড়তি আয় হচ্ছে। এখন বাড়িতে আর আগের মতো রান্নার ঝামেলা নেই। আগে অনেক পরিশ্রম করে পুকুরে মাছ চাষ করেও সঠিক লাভ হতো না। এখন সেসব দিন স্বপ্নের মতো মনে হয়। তার এই সফলতার জন্য তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচিকে ধন্যবাদ দেন।

বায়োগ্যাস থেকে উৎপাদিত গ্যাসে রান্না করছেন মোছাঃ রাশিদা খাতুন, চাকলা।

চাকলা গ্রামের মোছাঃ রাশিদা খাতুন ও তার স্বামী একসাথে বায়োগ্যাস প্লান্টে কাজ করছেন

মোছাঃ হাজরা খাতুনের নতুন জীবনের গল্প

বাড়িতে প্রবেশ করতেই মোছাঃ হাজরা খাতুন(৬০) এগিয়ে এসে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে দুটি চেয়ার নিয়ে আসলেন। মুখে এক চিলতে হাসি। হাসি চওড়া না হলেও যেন অনন্ত সুখ প্রকাশ করছিল। অথচ কিছুদিন আগেও তিনি কোন কিছু দেখতে পেতেন না। এখন নিজে আয় করেন। নিজের প্রয়োজনের পাশাপাশি নাতি-নাতনিদের শখের জিনিস কিনে দেন।

যাইহোক চেয়ারে দুজন মুখোমুখি বসে বিভিন্ন গল্প করতে করতে চোখ নিয়ে প্রশ্ন করতেই খুশিতে কেঁদে ফেললেন। বললেন 'যার চোখ নাই তার দুনিয়াই নাই'। এ কথা বলেই চুপ হয়ে গেলেন, চোখ ছলছল করছিল। ২/৩ মিনিট পার হয়ে গেল। মনে হলো উনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কিছুক্ষন পর চোখ মুছতে মুছতে বললেন-অল্প বয়সেই স্বামীকে হারানোর পর বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে। কমতে কমতে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে আর কিছুই দেখতে পাই না। শুরু হয় দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোন রকমে জীবন ধারন করা। ঘরে বসে বসে ভাবতাম আর কাঁদতাম দৃষ্টিশক্তি হারানোর আগের সময়ের কথা। ভাবতাম এ জীবনের কোন মূল্য নেই। একদিকে অন্যের করুনায় বেঁচে থাকা, অন্যদিকে কোন কিছু দেখতে না পাওয়া। এমন অবস্থায় এনডিপি বাস্তবায়িত পিকেএসএফ'র সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র স্বাস্থ্য সেবিকা মোছাঃ নুরজাহান খাতুন হাজরা খাতুনের বাড়ী পরিদর্শন করে বিস্তারিত শুনে ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে রেফার করেন। ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে শারীরিক পরীক্ষা শেষে স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চক্ষু ডাক্তারের কাছে রেফার করেন। ডাক্তারের পরামর্শ মত বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করে কৃত্তিম লেন্স সংযোজনসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়। ফিরে পায় চোখের আলো'। শুরু হল আবার এক নতুন জীবন। এখন তিনি সংসারের কাজ ছাড়াও কাঁথা সেলাইসহ নানা ধরনের আইজিএ'র সাথে সম্পৃক্ত আছেন। বর্তমানে অত্র ইউনিয়নের এলজিআরডি'র প্রকল্পে মাটিকাটা কাজ করছেন। তার পরিবারের মুখেও হাসি ফুটেছে। সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে। অথচ বিধবা এই নারীর জীবনের প্রতি বিরক্ত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন 'আল্লাহ কখন কার উপর মুখ তুলে তাকান কে জানে। আমি এই সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র জন্য দোয়া করি'।

হাজরা খাতুনের ছানি অপারেশন পরবর্তীতে ড্রেসিং করছেন স্বাস্থ্য কর্মকতা

হাজরা খাতুন ছানি অপারেশনের পর কাথাঁ সেলাই করছেন

NDP

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

ঢাকা অফিস ঃ
ভারটেক্স প্রমিনেন্ট
ফ্ল্যাটঃ ৬বি (৬ষ্ঠ তলা), বাড়িঃ গ ১৬/এ
মহাখালি, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ০১৭০৫ ৪৩৪১০০

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী,
শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩
ফোনঃ ০৭৫১-৬৩৮৭৬, ফ্যাক্সঃ ০৭৫১-৬৩৮৭৭
ই-মেইলঃ akhan_ndp@yahoo.com
ওয়েবসাইটঃ www.ndpbd.org